ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪১৫
আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০

কৃষকদের মধ্যেই রয়েছে আত্মনির্ভর দেশ গঠনের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কৃষকদের মধ্যেই রয়েছে আত্মনির্ভর দেশ গঠনের সর্বোচ্চ সামর্থ্য। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আজ ব্রক্ষ্মকুন্ড পঞ্চায়েতের মতাই এলাকার ব্যতিক্রমী বর্গাচাষী ভবেন্দ্র দেবনাথের তরমুজ চাষ পরিদর্শন করতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথাগুলো বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, ভবেন্দ্র দেবনাথ অভিনব মালচিং পদ্ধতিতে মাচানের উপর তরমুজ চাষ করেছেন। এই চাষ পদ্ধতি ইতিমধ্যেই ব্যপক সাড়া ফেলে দিয়েছে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দেশ ডিজিটাইজেশনের পথে অগ্রসর হওয়ার ফলেই ভবেন্দ্র দেবনাথের মত সীমান্ত এলাকার কৃষকরাও ইন্টারনেট ব্যবহার করে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে পরেছেন। ফলে চিরাচরিত প্রথার বাইরে অসময়ে ফল ও সব্জির চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। ভবেন্দ্র দেবনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, তার পুথিগত বিদ্যা কম, নিজস্ব কোন জমি না থাকার পরও যে শ্রমের মাধ্যমে সফল হওয়া যায় তার উজ্জ্বল উদাহরণ তিনি। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার ৫০ হাজার বর্গাচাষীকে নাবার্ড থেকে ভর্তুকীতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ দেবে বলেও ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে বর্গাচাষীরা উপকৃত হবেন। সিমনা থেকে আগরতলা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চাষযোগ্য জমি চিহ্নিত করে কৃষি হাবে পরিণত করা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান।

পরিদর্শনকালে প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভবেন্দ্র দেবনাথের তরমুজ ক্ষেতটি ঘুরে দেখেন। সেসময় ভবেন্দ্রবাবু এই ব্যতিক্রমী তরমুজ চাষ পদ্ধতি, ফলন এবং এর বাজারজাতকরণ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী তার চাষ করা অন্যান্য ফসলের বাগানগুলিও ঘুরে দেখেন। সেসময় তিনি ঐ এলাকার এলাকাবাসীদের সাথেও মতবিনিময় করেন এবং বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্পর্কে অবহিত হন।

সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি চলে যান ঐ এলাকারই কৈলাশ শ্যাম পাড়াস্থিত প্রসেনজিৎ শ্যামের কনককাইচ প্রজাতির বাঁশের কালেকশন সেন্টারে। সেখানেও তিনি সেন্টারটি ঘুরে দেখেন এবং এর মাধ্যমে কিভাবে রোজগারের পথ তৈরী করা যায় সে সম্পর্কে অবহিত হন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন মতাই এলাকা পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. শৈলেশ যাদব, জেলা পুলিশ সুপার মানিক দাস, মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি দিলীপ রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

****